আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২২

International Nurses Day 2022

"NURSES: A VOICE TO LEAD- INVEST IN NURSING AND RESPECT RIGHTS TO SECURE GLOBAL HEALTH"

(স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী নার্স নেতৃত্বের বিকল্প নেই- বিশ্ব স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নার্সিংখাতে বিনিয়োগ বাড়ান ও নার্সদের অধিকার সংরক্ষণ করুন)

■ বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ প্রকাশনাঃ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ■ সহযোগিতায়ঃ পি আই ডি এবং ডি এফ পি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ■ বৃহস্পতিবার ১২ মে, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ, ২৯ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বাণী

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের উদ্যোগে ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আধুনিক নার্সিং পেশার প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-এর জন্ম দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশ্বব্যাপী এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ বছরে আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের প্রতিপাদ্য "Nurses: A Voice to Lead - Invest in nursing and respect rights to secure global health" (স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী নার্স নেতৃত্বের বিকল্প নেই - বিশ্ব স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নার্সিংখাতে বিনিয়োগ বাড়ান ও নার্সদের অধিকার সংরক্ষণ করুন), যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী। [illegible]

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২২ সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নার্সিং প্রেক্ষাপট

আজ ১২ মে "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস"। দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নার্সকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আন্তর্জাতিক নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ২০২২ সালের আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে- "Nurses: A Voice to Lead - Invest in Nursing and Respect Rights to Secure Global Health", অর্থাৎ, "স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী নার্স নেতৃত্বের বিকল্প নেই, বিশ্ব স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে নার্সিংখাতে বিনিয়োগ বাড়ান ও নার্সদের অধিকার সংরক্ষণ করুন"। [illegible]

আমি "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস" ১২ মে ২০২২ এর সর্বাঙ্গ সফলতা কামনা করছি।

সিদ্দিকা আক্তার (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

সিনিয়র সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১২ মে "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস" পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবসটি উপলক্ষে নার্সিং পেশায় নিয়োজিত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। International Council of Nurses (ICN) কর্তৃক এ বছরের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য "Nurses: A Voice to Lead – Invest in nursing and respect rights to secure global health" (স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী নার্স নেতৃত্বের বিকল্প নেই- বিশ্ব স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নার্সিংখাতে বিনিয়োগ বাড়ান ও নার্সদের অধিকার সংরক্ষণ করুন), যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও দিক-নির্দেশনামূলক বলে আমি মনে করি। [illegible]

আমি "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২২" এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(লোকমান হোসেন মিয়া)

বাণী

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ই মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের প্রতিপাদ্য "Nurses: A Voice to Lead – Invest in nursing and respect rights to secure global health" (স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী নার্স নেতৃত্বের বিকল্প নেই- বিশ্ব স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নার্সিংখাতে বিনিয়োগ বাড়ান ও নার্সদের অধিকার সংরক্ষণ করুন), যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। [illegible]

আমি "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২২" এর সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ সাইফুল হাসান বাদল)

বাণী

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

১২ মে "আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস" ২০২২ উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল নার্সকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। International Council of Nurses কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের প্রতিপাদ্যটি "Nurses: A Voice to Lead - Invest in Nursing and respect rights to secure global health" (স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী নার্স নেতৃত্বের বিকল্প নেই- বিশ্ব স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নার্সিংখাতে বিনিয়োগ বাড়ান ও নার্সদের অধিকার সংরক্ষণ করুন) অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

স্বাস্থ্যসেবা টিমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নার্স। রোগীর দ্রুত আরোগ্যলাভের ক্ষেত্রে নার্সের একনিষ্ঠ সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নার্সিং পেশার মানোন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ হতে অদ্যাবধি ৩৩,৭৪৯ জন নার্সকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বৈশ্বিক করোনা ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ৫০৫৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে। দেশে নার্সের ঘাটতি মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহে উল্লেখযোগ্য হারে দক্ষ নার্স তৈরির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

দেশের সকল দুর্যোগ ও মহামারিতে আমাদের নার্সগণ দক্ষ হাতে সেবা দিয়ে রোগীদের সুস্থ করে তুলেছেন। কোভিড-১৯ মহামারিতে আমাদের নার্সগণ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। দেশব্যাপী কোভিড-১৯ টিকা প্রদান কার্যক্রমেও তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের নার্সগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন বলে আমি আশা করি।

"আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস-২০২২" এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম)

বাণী

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও ১২ মে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস" উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবসে আমি বাংলাদেশের সকল নার্সকে শুভেচ্ছা জানাই। দিবসটি উপলক্ষ্যে এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "Nurses: A Voice to Lead – Invest in nursing and respect rights to secure global health" (স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী নার্স নেতৃত্বের বিকল্প নেই- বিশ্ব স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নার্সিংখাতে বিনিয়োগ বাড়ান ও নার্সদের অধিকার সংরক্ষণ করুন), যা অত্যন্ত যুগোপযোগী বলে আমি মনে করি।

স্বাস্থ্যসেবার অবিচ্ছেদ্য অংশ নার্সিং সেবা। দক্ষ নার্সের সেবার মাধ্যমে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। বিশ্বব্যাপী নার্সিং অত্যন্ত সম্মানজনক একটি পেশা। নার্সিং পেশার পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। ক্লিনিক্যাল ও কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ, জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত কাউন্সিলিং, স্কুল হেলথ, অকুপেশনাল হেলথ, দুর্যোগ মোকাবেলাসহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য ক্ষেত্রেও নার্সগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে বদ্ধ পরিকর। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতে লেগেছে ব্যাপক উন্নয়নের ছোঁয়া। একই সাথে নার্সিং শিক্ষা খাতে হয়েছে যুগান্তকারী উন্নয়ন। দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যেমন বেড়েছে নার্সিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, তেমনি নার্সদের জন্য দেশেই হয়েছে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত। নার্সিং কলেজ ও ইনষ্টিটিউটগুলোতে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি গবেষণা ও কো-কারিকুলার এক্টিভিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা স্বত্বেও আমাদের নার্সগণ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হাসিমুখে নিরলসভাবে রাত-দিন রোগীর সেবা করে যাচ্ছেন। বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারিতে ফ্রন্টলাইন ফাইটার হিসেবে কাজ করে তাঁরা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছেন। দেশব্যাপী কোভিড-১৯ টিকা প্রদান কার্যক্রমেও তাঁদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। দেশে-বিদেশে দক্ষ নার্সের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিতে বর্তমান সরকার বিপুল সংখ্যক নার্স নিয়োগ দিয়েছে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের উদ্যোগে দেশে বিশেষায়িত নার্স গড়ে তোলা, নার্সদের নানাবিধ প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল করা, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নার্সিং সেবার মান বৃদ্ধি, নতুন নতুন নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা, দক্ষ নার্সিং শিক্ষক পদায়নসহ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি বিশ্বাস করি, উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের নার্সিং সেক্টর অদূর ভবিষ্যতে আরো এগিয়ে যাবে।

"আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস-২০২২"-এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন

বাণী

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নার্সদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বৈশ্বিক করোনা মহামারিতে নার্সদের ভূমিকা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে সেবা করায় আমি অভিভূত। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১২ ই মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উদযাপন হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ দিনটি একটি মহান পেশার উল্লেখযোগ্য দিন, যা আসলে প্রতিটি মানুষেরই ভালবাসার দিন। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অসুস্থ্যতায় সুস্থ্যতার আলোকে বার্তা নিয়ে যে সার্বক্ষণিক কাছে থাকে, সেইতো আমাদের প্রিয় নার্স।

Internationl Council of Nurse কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের প্রতিপাদ্যটি "Nurse: A voice to Lead-Invest in Nursing and respect rights to secure global health"- যার বাংলা ভাবান্তর করা হয়েছে "স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী নার্স নেতৃত্বের বিকল্প নেই-বিশ্ব স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নার্সিংখাতে বিনিয়োগ বাড়ান ও নার্সদের অধিকার সংরক্ষণ করুন" যা অত্যন্ত সময়পোযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি। নার্স শব্দটি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতীক, স্বাস্থ্য খাতে যার কোন বিকল্প নেই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধিতে নার্সদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। সমাজে নার্সিং পেশার মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নার্সদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত করে নার্সিং প্রশাসনের কার্যক্রমকে করেছেন প্রসারিত। আমাদের দেশের নার্সগণ যে প্রথম সারির যোদ্ধা, বৈশ্বিক মহামারিতে সেটি তারা প্রমাণ করেছেন। হাসপাতালগুলোতে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও নার্সগণ নিরলসভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। নার্সিং কেবলমাত্র একটি পেশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রকৃত অর্থে এর পরিধি ব্যাপকতর এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব সেবার অনন্য উপাদান। নার্সের আন্তরিক সেবায় এবং নিরলস পরিশ্রমে একজন অসুস্থ্য চিকিৎসাধীন রোগী আশ্বস্তবোধ করেন এবং দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। বর্তমান সরকার বিপুল সংখ্যক নার্স নিয়োগদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানেও নার্সদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জেলা, উপজেলা ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে মিডওয়াইফদের পাশাপাশি নার্সগণ প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা, অপরিকল্পিত গর্ভধারণ রোধসহ মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুমৃত্যু রোধ এবং জনসংখ্যা কাঙ্খিত পর্যায়ে রাখতে সহায়তা করে আসছেন। দক্ষ নার্স ও মিডওয়াইফ তৈরির লক্ষ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর নার্স ও মিডওয়াইফদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। আমি "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২২" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সাহান আরা বানু, এনডিসি

বাণী

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল আধুনিক নার্সিং পেশার রূপকার ও আর্তমানবতার সেবায় জীবন উৎসর্গকারী এক মহিয়সী নারী। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের সেবাকর্মের প্রতি সম্মান জানিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর তাঁর জন্মদিন ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ছিলেন অন্ধকারের আলোকবর্তিকা, আধুনিক নার্সিং সেবার অগ্রদূত, রয়্যাল রেডক্রসড এক অনন্যা প্রিয়দর্শিনী। এ বছর আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Nurses: A voice to lead-Invest in Nursing and respect right to secure global health (স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী নার্স নেতৃত্বের বিকল্প নেই- বিশ্ব স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নার্সিংখাতে বিনিয়োগ বাড়ান ও নার্সদের অধিকার সংরক্ষণ করুন)।

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল সংবিধিবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশার রেগুলেটরি বডি হিসেবে (বিএনএমসি) নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ব্যবস্থার মান নিয়ন্ত্রণ এবং নার্স ও মিডওয়াইফগণকে পেশাগত নিবন্ধন প্রদান করে আসছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরে তৎকালীন "বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল" এর নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল" নামকরণ করেন। দেশের নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন তথা বিশ্বমানে উন্নীত করার বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবে রুপদান করেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সহযোগিতায় "বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল" এর আধুনিকায়ন সম্ভব হয়েছে। বিশ্বব্যাপী নার্স জনবলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের দূরদর্শি পরিকল্পনা ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দেশে নার্সিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আশানুরুপভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সরকারি ৬৮ টি এবং বেসরকারি ৩৬২ টি নার্সিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর প্রায় ৩৩৬৫৫(তেত্রিশ হাজার ছয়শত পঞ্চান্ন) জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কোর্স সম্পন্ন করে পেশাগত নিবন্ধন পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। উন্নত বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যুগোপযোগী কারিকুলামে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা মেধাবী শিক্ষার্থীরা নার্সিং কোর্স সম্পন্ন করে দেশে-বিদেশে নার্সিং পেশায় নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ছে। বাংলাদেশে নার্সিং বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। "বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল" এক বছরের বিশেষায়িত ডিপ্লোমা ডিগ্রীর মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে বিশেষায়িত নার্স গড়ে তুলছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যুগের চাহিদা অনুযায়ী নার্সিং কোর্সসমূহের কারিকুলাম নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে যাচ্ছে "বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল"।

মানবতার সেবায় নিবেদিত আমাদের নার্সগণ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে রোগীর পাশে থেকে কাজ করে যান। কোভিড -১৯ মহামারি মোকাবেলার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত যে, মানবসেবায় নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেও আমাদের নার্সগণ পিছপা হন না। "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২২" এর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাথে তাল মিলিয়ে আসুন চিকিৎসা সেবায় নার্সদের জ্ঞান, সুতীক্ষ দক্ষতা, উজ্জীবিত শক্তি ও অবদানের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হই, নার্সিং সেক্টরের উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় সকল পর্যায়ের নার্সগণের অধিকার সংরক্ষণ করি।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের সকল আয়োজনের সফলতা কামনা করছি।

রাশিদা আক্তার
রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

Canada — Message

Today, on the occasion of International Nurses Day, I congratulate and thank all the nurses in Bangladesh for their crucial work as the backbone of the health care system, as nurses are worldwide. The theme for 2022 is: "Nurses: A Voice to Lead – Invest in nursing and respect rights to secure global health". Despite working under challenging circumstances, such as the ongoing COVID-19 pandemic, nurses around the world continue to go above and beyond their lines of duty to deliver skilled and safe-critical care to patients every single day. More than ever, this year we want to recognize them as the essential skilled medical professionals they are, and commend them for their extraordinary dedication to patients, even in the most difficult situations.

Bangladesh has achieved remarkable progress in health results for its citizens, and Canada is proud to be partners in addressing joint priorities which include sexual and reproductive health and rights, maternal, new-born, child, and adolescents' health. Nurses are at the front-line of these efforts, which in turn contribute to progress towards achieving the Sustainable Development Goals.

Recognising the important role nurses and other health care providers play in the delivery of quality health care, we must protect their rights, and invest in their training and working conditions which will benefit all. Skilled teachers at the graduate level are required to adequately prepare the next generation of nurses and expand their roles and responsibilities in primary health care services. Canada is supporting the Directorate General of Nursing and Midwifery of the Ministry of Health in strengthening the National Teachers Training Centre aiming at increasing the competence of nurse-teachers in Bangladesh. The Canada-funded 'Empowering Women Through Professionalization of the Nursing Sector in Bangladesh' (ProNurse) Project (2021-2025) being implemented by Cowater International Inc. will train 1,000 Nurse Teachers and 2,900 Nurse Mangers.

Globally, 70% of the health workforce are women. It is important to promote women's leadership in the health sector so they may ensure the achievement of equitable, dignified, and decent work for nurses and other women health-care providers. Canada is proud that its partnership will help raise the voices of female nurses, reduce gender related barriers within the health sector, and contribute to improving the professional status of nurses in Bangladesh. This will, in turn, result in their improved performance and consequently to better health outcomes.

On behalf of Canada, I thank all nurses in Bangladesh for their commitment and contribution on this International Day of the Nurses and in fact, every day.

[illegible]
High Commissioner of Canada to Bangladesh

World Health Organization — Message

On the International Day of the Nurses, I warmly congratulate and thank all the nurses in Bangladesh and worldwide for their incredible, dignified health care. Nurses are an indispensable component of our health systems. They play a critical role in delivering our promise of "leaving no one behind" and the global effort to achieve the Sustainable Development Goals. Their contributions to our national and global health priorities—including non- communicable diseases, mental health, emergency preparedness and response, patient safety, elderly care and more—are indispensable.

During the ongoing COVID-19 pandemic, our nurses have worked tirelessly to ensure health for all and the continuation of health services without disruption, sometimes in the face of personal risk. Their sacrifices and devotion help us to rebuild the people's trust in our healthcare delivery systems.

The International Council of Nurses set this year's theme as "Nurses: A Voice to Lead – Invest in nursing and respect rights to secure global health". It is a call to action for all of us—professionals, stakeholders, and policymakers—to take tangible action on investment in nursing education, training and skills development. Quality employment standards are also crucial for the sustained improvement of the entire healthcare system towards the achievement of Universal Health Coverage.

In Bangladesh, nurses' status as recognized and respected professionals in society have significantly improved. The process started in 2011, with the Honourable Prime Minister Sheikh Hasina's revolutionary act of promoting nurses to the Class-II position (Grade-10) at entry level in the government system. Today, more than 43,000 nurses are employed in the country. These are remarkable achievements, but there is still room for improvement.

The recent Bangladesh Health Labour Market Analysis Report 2021 indicates that Bangladesh needs to increase the supply of nurses to the health systems and create more jobs for them to reach to the global standard (48 doctors, nurses, and midwives per 10,000 population). Bangladesh is the only country in the South-East Asia Region where the nurse per doctor ratio is less than one.

In this context, WHO reiterates its commitment to supporting the nursing and midwifery sector in Bangladesh by working closely with the government to address the shortage of professional positions, assess the demand and the available supply of nurses in the labour market and update our curriculums, accreditation, and information systems.

The SDG Agenda 2030 is our chance to strengthen the health workforce and build back better after the pandemic. COVID-19 has taught us many lessons. Chief among them is that nurses and midwives are the foundation of our health system. Only by strengthening the nursing profession in our health systems and societies can we ever attain universal health coverage.

Nurses and other health workers have been, and still are, our frontline workers—our frontline heroes. On this day, I thank them all and wish them success and prosperity.

Dr Bardan Jung Rana
WHO Representative to Bangladesh

বাণী

সভাপতি
বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন (বিএনএ)

আজ ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস ও নার্সিং পেশার প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এর ২০২তম জন্মবার্ষিকি। আর্ন্তজাতিক নার্সিং কাউন্সিল (আইসিএন) কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর দিনটির তাৎপর্য্য তুলে ধরার জন্য সমগ্র বিশ্বের নার্সিং সমাজ দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করে থাকে। বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন (বিএনএ) আর্ন্তজাতিক নার্সিং কাউন্সিল (আইসিএন) এর সদস্যভূক্ত সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস প্রথম ১৯৭৪ সালে পালন শুরু করে যাহা বর্তমানে জাতীয়ভাবে পালিত হচ্ছে। এ বছর নির্ধারিত প্রতিপাদ্য "Nurses: A voice to Lead: Invest in nursing and respect rights to secure global health." যার বাংলা অর্থ "স্বাস্থ্য ব্যাবস্থাপনায় শক্তিশালী নার্স নেতৃত্বের বিকল্প নেই: স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নার্সিংখাতে বিনিয়োগ বাড়ান ও নার্সদের অধিকার সংরক্ষণ করুন"। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়টি বিশ্বের নার্সিং সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ করে বাংলাদেশে নার্সদের জন্য যুগোপযোগী প্রতিপাদ্য বিষয়। মহীয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এর আদর্শকে শিরে ধারন করে আমাদের নার্সরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও জীবনের ঝুকি নিয়ে করোনায় আক্রান্ত অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করে তোলার জন্য দিনরাত নির্ভিক সৈনিকের মত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে নিরলস পরিশ্রম করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে। কেননা, আধুনিক নার্সিং পেশার প্রধান রুপকার ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল তাঁর গবেষণা দ্বারা প্রমান করেছিলেন শুধু চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে রোগীর প্রকৃত আরোগ্যলাভ সম্ভব নয়। অতএব নার্সিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে দ্রুত আরোগ্যলাভ সম্ভব এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ জীবনের পরিবর্তিত চাহিদার সাথে ভারসাম্যপূর্ণভাবে নার্সিং পেশার বিকাশের লক্ষ্যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গত দুই বছর যাবৎ Covid-19 করোনা মহামারিতে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে নার্সরা চ্যালেঞ্জ এর সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য সেবায় নার্সদের ভূমিকা, তাদের অবস্থান এবং ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কয়েকটি গবেষণার রিপোর্টে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আর্ন্তজাতিক নার্সিং কাউন্সিল (আইসিএন) সেই লক্ষ্য নিয়ে আর্ন্তজাতিক নার্স দিবস-২০২২ সালের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছেন। নার্সিং এবং মিডওয়াইফারির জন্য কৌশলগত দিকনির্দেশনার চারটি নীতির প্রতি গুরুত্ব দেন যেমন- শিক্ষা, চাকরি, নেতৃত্ব ও সেবা প্রদান এর প্রতিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী জননেত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার "ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১-২২" বাস্তবয়নে বর্তমান সময়ের এই করোনা ক্রান্তিকালেও জনগণের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষার জন্য ৫০৫৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে নিয়োগ প্রদান করেছেন যাহা ইতিহাস বিরল। বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও আন্তরিক পদক্ষেপে আমাদের নার্সিং সমাজ অনুপ্রাণিত হয়ে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার এই গুরু দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেক্টরে গুনগত মানের সেবা প্রদান করে নার্সিং সমাজকে আজ একটি মর্যাদাসম্পন্ন পেশা হিসাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইতিপূর্বে বর্তমান সদাশয় নার্স বান্ধব জননেত্রী সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রায় ৩৪,০০০ নার্সের নিয়োগ, শিক্ষা ও সার্ভিসে অগ্রগতি সাধনের জন্য ২০১৯-২০ সনে পর্যায়ক্রমে ২৬৪ ও ৬৮ জন নার্সকে ২য় শ্রেনী থেকে ১ম শ্রেনীতে উন্নীত করে পদোন্নতি প্রদান করেন। নার্সিং শিক্ষার মানোন্নয়নে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বহির্বাংলাদেশ যেমন-ভারত, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিন কোরিয়া এবং দেশের অভ্যন্তরে নিপসম, নিয়ানার ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নার্সিংয়ে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নার্স মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করে আসছেন। স্পেশালাইজড নার্স তৈরীর লক্ষ্যে প্রতিবছর ১৪০ জন নার্সকে বৈদেশিক ট্রেনিং-এর পাশাপাশি দেশীয় পর্যায়েও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সরকার সরকারী অর্থায়নে ১৭ জন নার্সকে থাইল্যান্ড ও দক্ষিন কোরিয়া থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জনের ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া, বর্তমানে ০৪ জন পিএইচডি ও ০৪ জন নার্স মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জনের লক্ষ্যে থাইল্যান্ড, দক্ষিন কোরিয়া, জাপান ও লন্ডনে অধ্যয়নরত আছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, নার্সিং পেশায় এত শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল থাকা সত্বেও যথাযথভাবে পদায়নের অভাবে পেশার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। পাশাপাশি, নার্সিং সেক্টরের সর্বস্তরে যোগ্য নেতৃত্বের অপ্রতুলতাও বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। এমতাবস্থায়, দেশের প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক পদসমূহে নার্সিং-এর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে পদোন্নতি প্রদানের মাধ্যমে পদায়ন করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্বের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নার্সিং পেশার মানোন্নয়নে যুগের চাহিদানুযায়ী যুগোপযোগী নিয়োগবিধি এবং ক্যারিয়ার লেডার অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাড়িয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা, এ সব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মাধ্যমে বর্তমান সদাশয় সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক স্বাস্থ্যসেবাকে সমুন্নত ও অব্যাহত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে বলে আমি আশাবাদী।

পরিশেষে, আমি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি যে, এই দিনের তাৎপর্য নার্সদেরকে অধিক কর্মোদ্যোগী এবং জনগণের স্বাস্থ্য সেবায় আরো বেশী দায়িত্বশীল ও দক্ষ হয়ে উঠতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমি সর্বস্তরের নার্সদেরকে তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং তাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

(ইসমত আরা পারভীন)